"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

খুলনা

১৬/১০/২০২২খ্রিঃ তারিখ রবিবার সকাল ১০-০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের "শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে" মাননীয় মেয়র **জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক মহোদয়** এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশনের **১৭তম সাধারণ** সভার কার্যবিবরণীঃ

সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

১. জনাব শেখ আব্দুর রাজ্জাক
২. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
৩. জনাব মোঃ আব্দুস সালাম
৪. জনাব মোঃ কবির হোসেন কবু মোল্যা
৫. জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী
৬. জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ
৭. জনাব মোঃ সুলতান মাহামুদ
৮. জনাব মোঃ ডালিম হাওলাদার
৯. জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান লিটন
১০. জনাব কাজী তালাত হোসেন
১১. জনাব মুনশী আঃ ওদুদ
১২. জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান
১৩. জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ
১৪. জনাব শেখ মোসারাফ হোসেন
১৫. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না)
১৬. জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস
১৭. জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ
১৮. জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান
১৯. জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন)
২০. জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম
২১. জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন
২২. জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু
২৩. জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না
২৪. জনাব মোঃ আলী আকবর
২৫. জনাব মোঃ গোলাম মাওলা শানু
২৬. জনাব জেড,এ মাহমুদ
২৭. জনাব আজমল আহমেদ
২৮. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
২৯. জনাব এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা
৩০. জনাব মোঃ আরিফ হোসেন

<u>সভায় উপস্থিত সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :</u>

১.	জনাব মনিরা আক্তার	৬.	জনাব শেখ আমেনা হালিম বেবী
২.	জনাব সাহিদা বেগম	৭.	জনাব মাহমুদা বেগম
৩.	জনাব রহিমা আক্তার হেনা	৮.	জনাব কনিকা সাহা
৪.	জনাব পারভীন আক্তার	৯.	জনাব মাজেদা খাতুন
৫.	জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু	১০.	মিসেস রেকসনা কালাম লিলি

<u>সভায় উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দঃ</u>

১.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, খুলনা।	৫.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা, খুলনা।
২.	মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লিঃ, খুলনা এর পক্ষে।	৬.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো লিঃ, খুলনা।
৩.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, খুলনা।	৭.	প্রতিনিধি, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটারিয়ান (র‌্যাব)-৬, খুলনা এর পক্ষে।
৪.	চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা এর পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কেডিএ।		

সভার শুরুতে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি মাননীয় মেয়র, প্যানেল মেয়রবৃন্দ, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ ও কেসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্বক পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়াত করার জন্য ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলামকে অনুরোধ জানালে তিনি পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং মাননীয় মেয়র মহোদয়কে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেয়ার অনুরোধ জানান।

মাননীয় মেয়র মহোদয় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে সালাম ও স্বাগত জানান। দীর্ঘ করোনাকালীন সময় এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা পৃথিবীতে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে বিধায় সভা ও অন্যান্য কার্যক্রম সঠিকভাবে করা যাচ্ছে না। জরুরি প্রয়োজনে সভা আহবান করে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সামনে নির্বাচন, তাই বাকি কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করার জন্য অদ্য সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা পরিচালনা করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১। গত ২১/০৬/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৬তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** গত ২১/০৬/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৬তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং বলেন, আলোচ্যসূচি-১ এ ১৬তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সকলের সামনে বোর্ডে দেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে যদি কোন সংযোজন বা বিয়োজন থাকে অথবা কোথাও কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন থাকে, তবে তা বলার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭,** কেসিসি ১৬ তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্যসূচি-২ এর বিপরীতে গৃহীত ১নং সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে 'কেসিসি'র সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং কেএমপি যৌথভাবে সরেজমিনে ফিল্ডে গিয়ে দেখে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাফিক সিগন্যাল সাইনবোর্ড স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়'। সভার সিদ্ধান্ত হয়েছে বছরের জুন-২০২২ মাসে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এখন অক্টোবর ২০২২ মাস। এটা কতদূর বাস্তবায়ন করা হয়েছে বা আদৌ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তিনি জানতে চান। তাছাড়া উক্ত কার্যবিবরণীর ৩নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে গৃহিত সিদ্ধান্তে Guardian Network এর আওতায় খুলনা মহানগরী এলাকায় শহরের পচনশীল দ্রব্যসহ সকল বর্জ্য থেকে একটি ওয়েষ্ট টু এনার্জি প্লান্ট স্থাপন করার জন্য Guardian Network এর বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক দলকে Physical Feasibility Study সহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম শুরু করার বিষয়ে Invitation Letter প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Invitation Letter প্রদান করা হয়েছে কিনা তিনি জানতে চান। **জনাব আবির উল জব্বার, চীফ প্লানিং অফিসার** বলেন, উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং কেএমপি যৌথভাবে সরেজমিনে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ট্রাফিক সিগন্যাল সাইনবোর্ড স্থাপনের কথা ছিল এবং এ বিষয়ে কেএমপি'র সাথে বৈঠক করার কথা। কিন্তু বিভিন্ন চলমান প্রকল্প এবং উন্নয়ন প্রকল্পের DPP প্রস্তুত করণে ব্যস্ত থাকায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, কেএমপি'র সাথে বৈঠক করার বিষয়ে কেসিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যোগাযোগ করে বৈঠকের আয়োজন করবে। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গেলে ছয়মাস অতিবাহিত করলে সঠিক সময়ে সঠিক কাজ হয় না। তাই সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি কেএমপি'র সাথে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সভায় উপস্থিত নাই বিধায় এ সম্পর্কে পত্র প্রদান করা হয়েছে কিনা পরে জানানো হবে মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২১/০৬/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৬তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
২। গত ২২/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সভাপতি, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৯,** কেসিসি গত ২২/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদনের অনুরোধ জানান। সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার বলেন, স্থায়ী কমিটির সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পরই অবৈধ বোর্ডসমূহ কেটে ফেলা হয়। তবে বয়রা বাজার মোড়, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে এবং সোনাডাঙ্গায় ইউনিপোলের কর বকেয়া এবং সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ না করার কারণে তাদের বরাদ্দ বাতিল করা হয়। বরাদ্দ বাতিল হওয়া ইউনিপোলসমূহ ভেঙ্গে ফেলা যেতে পারে। এ জাতীয় বোর্ড ভাঙ্গা ব্যয় বহুল এবং ঝুকিপূর্ণ বিধায় এখনও পর্যন্ত অপসারণ করা যায়নি। **জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬,** কেসিসি বলেন, তিনি ভারপ্রাপ্ত মেয়রের দায়িত্বে থাকাকালীন কেসিসি কর্তৃক অনেক ইউনিপোল কেটে ফেলা হয়। কেসিসি'র গ্যারেজ শাখার যন্ত্রপাতি দিয়েই তিনি একাজ করেছিলেন। বর্তমানে লোহার দাম বেশি থাকায় অবশিষ্ট ইউনিপোলসমূহ অপসারণ করা হলে ভাঙ্গা খরচ উঠে আসবে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। **জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২১,** কেসিসি বলেন,ফরনেক্স এ্যাড: নিয়মিত কর পরিশোধ না করায় সাধারণ সভার মাধ্যমে বরাদ্দ বাতিল করা হয়। ঐ সকল বিজ্ঞাপন পোল অপসারণ করা প্রয়োজন। ইউনিপোল কেটে অপসারণ করা ব্যয় বহুল কাজ। তাই অন্য কোন প্রতিষ্ঠান উক্ত ইউনিপোলসমূহে বিজ্ঞাপন প্রচারে আগ্রহী হলে তাদের নিকট হতে ট্যাক্স নিয়ে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় নিলামে বিক্রয় করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, নবায়নের জন্য প্রস্তাবিত বোর্ডসমূহের ক্ষেত্রে মূলত করোনার কারণে বিজ্ঞাপন বিল বকেয়া হয়েছে। তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি পত্রের ধারাবাহিকতায় বরাদ্দ নবায়ন করা যেতে পারে। নবায়ন হলে একদিকে যেমন বকেয়া বিল আদায় হবে অন্যদিকে চলমান সময়ের কর পাওয়া যাবে। তিনি আরো বলেন, বিগত দিনে সরকার বিজ্ঞাপন কর বৃদ্ধি করায় বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ হতে আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলা চলমান রয়েছে। মামলা দায়েরকারী সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, যদি সাধারণ সভায় আলোচনার মাধ্যমে তাদের নিকট পাওনা কিছুটা মওকুফ করা হয় তবে তারা মিড আইল্যান্ডে সৌন্দর্যবর্ধন করবেন এবং বিজ্ঞপন করও পরিশোধ করবেন। **জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** বলেন, বকেয়া বিজ্ঞাপন কর পরিশোধের জন্য ফরনেক্স এ্যাড.কে প্রথমে নোটিশ প্রদান করতে হবে। এরপর বিজ্ঞাপন কর পরিশোধ না করলে ইউনিপোলসহ অন্যান্য স্থাপনা নিলাম করা যেতে পারে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, ফরনেক্স এ্যাড. এর নিকট পাওনা পরিশোধের জন্য তাগিদ প্রদান করা যেতে পারে এবং চলমান মামলার বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞাপনী সংস্থাসমূহের সংগঠনের সাথে আলোচনার জন্য সভা আহবান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২২/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:	
১। (১) বন্ধু মিডিয়ার জন্য বরাদ্দকৃত স্থান যশোর রোড (ডাংকবাংলা মোড় থেকে শিববাড়ী মোড়) ও জলিল সরণী (বয়রা কলেজ মোড় থেকে বয়রা বাজার) সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৭ পর্যন্ত নবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে বকেয়া বিজ্ঞাপন কর ডিসেম্বর ২০২২ সালের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
(২) ভিউ ফাইন্ডারকে সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য রূপসা মোড় থেকে রূপসা বাস টার্মিনাল পর্যন্ত ডিভাইডার ও রাস্তার উভয় পাশ এবং কেডিএ এভিনিউ (রয়্যাল মোড় থেকে শিববাড়ী মোড়) জুলাই, ২০২১ থেকে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত নবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে বকেয়া বিজ্ঞাপন কর ডিসেম্বর ২০২২ সালের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
(৩) রয়েল ব্লু এ্যাডভারটাইজিং ফার্ম কে এম এ বারি সড়ক এ (গল্লামারী থেকে সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল) জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৭ পর্যন্ত পুনরায় নবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
(৪) পোলাইট এ্যাড এর জন্য বরাদ্দকৃত স্থান মজিদ সরণি (শিববাড়ী থেকে সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল) জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৭ পর্যন্ত পুনরায় নবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে বকেয়া বিজ্ঞাপন কর ডিসেম্বর ২০২২ সালের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
(৫) সৌন্দর্যবর্ধনের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত স্থঅনে জব্বার সরণি (মিনা বাজার থেকে পুরাতন রেল স্টেশন) জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৭ পর্যন্ত পুনরায় নবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে বকেয়া বিজ্ঞাপন কর ডিসেম্বর ২০২২ সালের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
(৬) ফরনেক্স এ্যাড.এর নিকট পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নোটিশ প্রদানের পরও পাওনা পরিশোধ না করলে তাদের ইউনিপোলসহ অন্যান্য স্থাপনা নিলামে বিক্রি অথবা নতুন কোন প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ নিতে আগ্রহী হলে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	লাইসেন্স (যানবাহন) শাখা
(৭) নতুন কোন প্রতিষ্ঠান মিড আইল্যান্ডে সৌন্দর্যবর্ধনে আগ্রহী হলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নতুন রেটে বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেহেতু সুপ্রিম কোর্টে নতুন রেটে বিজ্ঞাপন করের উপর মামলা চলমান সেহেতু মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন রেটে এবং মামলা নিষ্পত্তি হলে মামলার রায় অনুসারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে সকল বিজ্ঞাপনী সংস্থার সাথে কেসিসি'র যৌথ সভা আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
২ (বিবিধি) : ফরনেক্স এ্যাড. নামক প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ আদেশ সাধারণ সভার মাধ্যমে বাতিল হওয়ার পরও উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিলবোর্ড এখনো প্রদর্শিত হচ্ছে এবং এর বিজ্ঞাপন কর কেসিসিতে কোন তারিখ হতে কত টাকা জমা হচ্ছে তার একটি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার, কেসিসি-কে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৩। গত ২০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রোপার্টি স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সভাপতি, প্রোপার্টি স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭,** কেসিসি গত ২০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রোপার্টি স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, ব্র্যাকের অর্থায়নে হাদিস পার্কে পাবলিক টয়লেট নির্মিত হয় এবং বার্ষিক ১,০০,০০০/-টাকা লীজ মূল্য ধার্যে ব্র্যাকের অনুকূলে ০২(দুই) বছরের জন্য ইজারা দেয়া হয়। করোনাকালীন সময়ে পার্ক বন্ধ ছিল বিধায় তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১ বছর ৬মাস (১৮-মাস) ইজারা মূল্য মওকুফ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তারা পূর্বের বকেয়া ইজারা মূল্যসহ চলমান সমুদয় ইজারা মূল্য মওকুফ করার জন্য আবেদন করেছেন। এ বিষয়ে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, উক্ত পাবলিক টয়লেট হতে অর্জিত অর্থ ব্যাংকে জমা করার জন্য "শহীদ হাদিস পার্ক পাবলিক টয়লেট পরিচালনা তহবিল, কেসিসি" নামে পৃথক একাউন্ট খোলার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, করোনাকালীন সময়ে শহীদ হাদিস পার্ক বন্ধ থাকায় উক্ত টয়লেট হতে কোন আয় না হওয়ায় করোনাকালীন দুই বছর ইজারা মূল্য মওকুফ করার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং বর্তমান নবায়নকৃত মেয়াদের ইজারা মূল্য শর্ত মোতাবেক "খুলনা নগর উন্নয়ন ও মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, খুলনা" পরিশোধ করবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২০/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রোপার্টি স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :	
১ (ক) করোনাকালীন সময়ে শহীদ হাদিস পার্ক বন্ধ থাকায় ইতোমধ্যে পূর্ববর্তী মেয়াদের ১৮ মাসসহ আরো ৬মাসের অর্থাৎ সর্বমোট ২(দুই) বছরের ইজারা মূল্য মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
(খ) নবায়নকৃত বর্তমানে মেয়াদের ইজারা মূল্য মওকুফ করার সুযোগ না থাকায় ইজারার শর্ত মোতাবেক "খুলনা নগর উন্নয়ন ও মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, খুলনা" যথাযথভাবে ইজারা মূল্য পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যথায় ইজারা বাতিল করে অন্যান্য পাবলিক টয়লেটের ন্যায় টেন্ডার প্রক্রিয়ায় আলোচ্য টয়লেটিও ইজারা প্রদান করা হবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
২। উক্ত পাবলিক টয়লেট হতে অর্জিত অর্থ ব্যাংকে জমা করার জন্য "শহীদ হাদিস পার্ক পাবলিক টয়লেট পরিচালনা তহবিল, কেসিসি" নামে পৃথক একাউন্ট করার প্রয়োজন নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ ও হিসাব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৪। গত ০৭/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান, সভাপতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১২,** কেসিসি গত ০৭/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্ত্রীতে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে ব্যয়িত অর্থ অনুমোদন ও সমন্বয় করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এছাড়া ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্ত্রী উদযাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনার সাথে সমন্বয় রেখে শুধুমাত্র কেক কাটা অংশ বাদ রেখে জেলা প্রশাসন বনাম কেসিসি'র মধ্যে প্রীতি ফুটবল খেলাসহ একই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণে সহমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ০৭/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্ত্রীতে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের মাঝে চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা, মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও কেক কাটা অনুষ্ঠানে খরচকৃত (ক ও খ অঞ্চল) সর্বমোট ৪,৭৮,৬৪২/-টাকার মধ্য হতে ভ্যাট বাবদ (২৫,৬০৫+১২,০৩৭)=৩৭,৬৪২/-টাকা এবং উৎস কর বাবদ (৮০০+৮০০)=১,৬০০/-টাকা মোট (৩৭,৬৪২+১,৬০০)=৩৯,২৪২/-টাকা বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান পূর্বক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামানের নামের অগ্রীম প্রদানকৃত (২,৯০,৯০০+১,৪৮,৫০০)=৪,৩৯,৪০০/-(চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয় অনুমোদন ও সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা
২। ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্ত্রী উদযাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনার সাথে সমন্বয় রেখে শুধুমাত্র কেক কাটা অংশ বাদ রেখে জেলা প্রশাসন বনাম কেসিসি'র মধ্যে প্রীতি ফুটবল খেলাসহ একই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৫। গত ২৬/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সদস্য, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৯,** গত ২৬/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ১৫ আগস্ট "স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস, ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে ব্যয়িত অর্থ অনুমোদন ও সমন্বয় করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এছাড়া ১৫ আগস্ট "স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস, ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, খুলনা মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৮/০৭/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মতে জেলা প্রশাসক অফিস চত্বরে গৃহিত সকল কর্মসূচি পালন করার অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৬/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : ১। ১৫ আগস্ট "স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস, ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীর উপর প্রামান্য চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষ্যে খরচকৃত সর্বমোট ৫,১২,৪৫৪/-টাকার মধ্য হতে ভ্যাট বাবদ ৪০,৭৫৪/-টাকা এবং উৎস কর বাবদ ৮০০/-টাকা মোট (৪০,৭৫৪+৮০০)=৪১,৫৫৪/-টাকা বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান পূর্বক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামানের নামে অগ্রীম প্রদানকৃত ৪,৭০,৯০০/-(চার লক্ষ সত্তুর হাজার নয়শত) টাকা ব্যয় অনুমোদন ও সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা
২। ১৫ আগস্ট "স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস, ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, খুলনা মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৮/০৭/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মতে জেলা প্রশাসক অফিস চত্বর, খুলনায় স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে সকাল ৮-০০টায় পুষ্পমাল্য অর্পণ, সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসব্যাপি কালো ব্যাচ ধারণ, ৩১টি ওয়ার্ডের ৪১জন সম্মানিত কাউন্সিলরের তত্ত্বাবধানে ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ, প্রতিটি মসজিদ, মন্দির ও গীর্জায় আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিলসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীর উপর প্রামান্য চিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৬। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের খসড়া বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের খসড়া বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এ বলা আছে সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসহ প্রতি বছর তৈরি করতে হবে। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সাধারণ সভায় অনুমোদন করে স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠাতে হবে। এতে সাধারণ সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন সভা দেখাতে হবে। এছাড়া ওয়ার্ডের এবং কেসিসি'র বিভিন্ন তথ্য নিয়ে খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭,** কেসিসি বলেন, সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এ ৪৩ ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, প্রতি বছর সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিবেদন এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে। যা পরবর্তী অর্থ বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে প্রকাশ করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে না পারলে সরকার অনুদান স্থগিত করতে পারবে। কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশাসনিক প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ পরবর্তীতে সরকারের নিকট উপস্থাপন করবে। আইনে বলা আছে প্রস্তুতকৃত খসড়া প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে। কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় অনুমোদন নিতে হবে, তবেই প্রকাশ করা যাবে। কেসিসিতে সংসদীয় কমিটি নাই, তবে স্থায়ী কমিটি আছে। তাই স্থায়ী কমিটিতে এ খসড়া প্রতিবেদন দেয়া দরকার কিনা এবং তারপর সাধারণ সভায় অনুমোদন হবে কিনা তা জানা দরকার। খসড়া প্রশাসনিক প্রতিবেদন এবছরই প্রথম প্রস্তুত করা হয়েছে বিধায় তিনি মাননীয় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। **জনাব মোঃ আজমুল হক, সচিব (উপসচিব)** বলেন, প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিষয়টি আইনে আছে। ইতোপূর্বে এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি। জাইকা এ বিষয়ে ট্রেনআপ করেছে। এবারই প্রথম বিভিন্ন বিভাগ/শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করে খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ঢাকাসহ চারটি সিটি কর্পোরেশন এর আগে প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। কেসিসিতে এবারই প্রথম এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এর মধ্যে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করার কথা ছিল, কিন্তু সভা না হওয়ায় এ সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনটি অত্র সভায় অনুমোদনের জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। পরবর্তীতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সকল সম্মানিত কাউন্সিলরগণকে একটি করে কপি বিতরণের অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের খসড়া বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৭। "বিশ্ব ব্যাংক সহায়তায় লোকাল গভর্ণমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি" শীর্ষক প্রকল্পের Implimentation Participation Agreement (IPA) স্বাক্ষর প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব),** "বিশ্ব ব্যাংক সহায়তায় লোকাল গভর্ণমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি" শীর্ষক প্রকল্পের Implimentation Participation Agreement (IPA) স্বাক্ষর প্রসঙ্গে সভায় উপস্থাপন করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, "বিশ্ব ব্যাংক সহায়তায় লোকাল গভর্ণমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি" শীর্ষক প্রকল্পের Implimentation Participation Agreement (IPA) স্বাক্ষর হওয়ার পরে কেসিসি ৭৫(পঁচাত্তর) কোটি টাকা বরাদ্দ পাবে। IPA স্বাক্ষর না হলে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এই ৭৫(পঁচাত্তর) কোটি টাকা হতে বঞ্চিত হবে। সে কারণে এ IPA স্বাক্ষর অত্যন্ত জরুরি। IPA চুক্তি হলে গেলে বিশ্ব ব্যাংক এই টাকা ছাড় দিবে। সে জন্য IPA চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি অনুমোদন করার জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরদের প্রতি অনুরোধ জানান। IPA স্বাক্ষরের বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে "বিশ্ব ব্যাংক সহায়তায় লোকাল গভর্ণমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি" শীর্ষক প্রকল্পের Implimentation Participation Agreement (IPA) স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৮। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ঠিকাদারী রেজিষ্ট্রেশন বহির মূল্য দীর্ঘদিন যাবৎ ২০/-টাকা নির্ধারিত আছে। উক্ত বহির মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ঠিকাদারী রেজিষ্ট্রেশন বহির মূল্য দীর্ঘদিন যাবৎ ২০/-টাকা নির্ধারিত আছে। উক্ত বহির মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, ঠিকাদারী রেজিষ্ট্রেশন বহির মূল্য পূর্ব নির্ধারিত ২০/-টাকা অতি নগন্য হয়ে যায়। তাই উহার মূল্য বৃদ্ধি করে ১০০/-টাকা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ঠিকাদারী রেজিষ্ট্রেশন বহির মূল্য ২০/-টাকার পরিবর্তে ১০০/-(একশত) টাকা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও হিসাব বিভাগ
৯। খুলনা সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে অবস্থিত ২৯নং ওয়ার্ডে গগন বাবু রোডের সবুরুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় নামীয় ২৩নং হোল্ডিংয়ে স্থাপনা না থাকায় পৌরকর মওকুফসহ হোল্ডিং বাতিল প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনা সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে অবস্থিত ২৯নং ওয়ার্ডে গগন বাবু রোডের সবুরুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় নামীয় ২৩নং হোল্ডিংয়ে স্থাপনা না থাকায় পৌরকর মওকুফসহ হোল্ডিং বাতিলের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ আলোচ্য হোল্ডিংটিতে কোন স্থাপনা না থাকায় উক্ত হোল্ডিংয়ের পৌরকর মওকুফসহ হোল্ডিংটি বাতিলের বিষয়ে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে অবস্থিত ২৯নং ওয়ার্ডে গগন বাবু রোডের সবুরুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় নামীয় ২৩নং হোল্ডিংয়ে যে দিন থেকে স্থাপনা নেই সে দিন হতে পৌরকর মওকুফসহ হোল্ডিংটি বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

<table>
<tr><th>আলোচ্যসূচি</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr>
<td>১০। বিবিধ-১</td>
<td>
মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন, প্লাটিনাম জুবলী জুট মিলস লিঃ এর নিম্নোক্ত ৩টি হোল্ডিংয়ের পৌর ট্যাক্স বাবদ সারচার্জ বকেয়া আছে :
<table>
<tr><th>ওয়ার্ড নং</th><th>প্রতিষ্ঠানের নাম</th><th>হোল্ডিং নম্বর ও রাস্তার নাম</th><th>বকেয়া টাকা</th><th>সারচার্জ</th></tr>
<tr><td>১৩</td><td>প্লাটিনাম জুবলী জুট মিলস,</td><td>৮৫, বিআইডিসি রোড</td><td>১,৫০,০১,২৩২.০০</td><td>২২,৫০,১৮৫.০০</td></tr>
<tr><td>১১</td><td>দঃ প্লাটিনাম ষ্টাফ কোয়ার্টার</td><td>৪৯/১, বিআইডিসি রোড</td><td>৭৯,৭৮,৭০২.০০</td><td>১১,৯৬,৮০৫.০০</td></tr>
<tr><td>১১</td><td>সেঃ প্লাঃ জুট মিলস ইউঃ</td><td>৫৪৮, বিআইডিসি রোড</td><td>২৪,৮৪০.০০</td><td>৩,৭২৬.০০</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>মোট=</td><td>২,৩০,০৪,৭৭৪.০০</td><td>৩৪,৫০,৭১৬.০০</td></tr>
</table>
তিনি আরো বলেন, উল্লিখিত ৩টি হোল্ডিংয়ের পৌর ট্যাক্স বাবদ বকেয়া ২,৩০,০৪,৭৭৪.০০ টাকা ৫৫২২২৬৩ নং চেকে ১৩/১০/২০২২ তারিখে পরিশোধ করেছেন। কিন্তু তারা সারচার্জ ৩৪,৫০,৭১৬.০০ টাকা মওকুফের জন্য আবেদন করেছে। যেহেতু বর্তমানে মিল কলকারখানা বন্ধ থাকায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ, সেহেতু তিনি উক্ত সারচার্জ মওকুফ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।
উল্লিখিত সারচার্জ মওকুফের বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।
</td>
<td>বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে প্লাটিনাম জুবলী জুট মিলস লিঃ এর উল্লিখিত ৩টি হোল্ডিংয়ের পৌরকরের উপর সারচার্জ বাবদ ৩৪,৫০,৭১৬.০০ টাকা মওকুফের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td>
<td>রাজস্ব বিভাগ</td>
</tr>
</table>

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-২	**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, 'পাবলিক হল কমপ্লেক্স'টি ইতিমধ্যে খুলনা শহরের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পে এটি অন্তর্ভূক্ত আছে। প্রকল্পটির PEC সভায় অনুমোদন হয়েছে। একনেক সভায় উপস্থাপনের পূর্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির অপেক্ষায় আছে। প্রকল্প অনুমোদন হয়ে 'পাবলিক হল কমপ্লেক্স' নির্মাণ করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আসন্ন। তার পূর্বেই একটি সময় উপযোগী ও দৃষ্টি নন্দন 'পাবলিক হল কমপ্লেক্স' এর ডিজাইন প্রস্তুত করা জরুরি। এই ভবনে বাণিজ্যিক ঘর, দোকান, হল, সিনেপ্লেক্স, জিম, নিচে পার্কিং ইত্যাদি সুবিধার সংস্থান রাখা হবে। ডিজাইন প্রস্তুত করার জন্য পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করতে হবে। সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশলী বিভাগের তত্বাবধানে ToR, Tender document প্রস্তুত করে পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করার মতব্যক্ত করেন। এটি ২০ তলা ভবন নির্মাণ ধরা ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন খুলনা অঞ্চলের মাটি ভাল না। তাই এ প্রকল্প কমিয়ে ১৫ তলা ধরা হয়েছে। ঐ প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য বসে থাকলে পরবর্তী মেয়াদে ছাড়া বাস্তবায়ন করা যাবে না। তাই নিজস্ব উদ্যোগে ও অর্থায়নে পাবলিক হল কমপ্লেক্স এর কাজ শুরু করা হবে। দোকান নেয়ার জন্য অনেক ব্যবসায়ী আগ্রহী। নিয়ম অনুযায়ী দোকান বরাদ্দ দেয়া হবে। **জনাব আজমল আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৮,** কেসিসি বলেন, প্রস্তাবটি অত্যন্ত সুন্দর প্রস্তাব। অতিদুত কার্যক্রম শুরু করার বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। **জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬** বলেন, মাননীয় মেয়র মহোদয়ের এটা অত্যন্ত চমৎকার ও সাহসী প্রস্তাব। তবে ১৫ তলা পাবলিক হল কমপ্লেক্স ভবনে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে তার পুরো প্লান অনুযায়ী ডিজাইন কমপ্লিট করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দিতে হবে। আর একটা বিষয় হলো সারা ওয়ার্ল্ডে সিনেপ্লেক্স চলে। ৩০০ দোকানের সাথে এ ধরনের সুবিধা সংস্থান রাখার অনুরোধ করেন। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭** উক্ত প্রস্তাবের বিষয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তবে এ প্রকল্পের বিষয়ে পরিকল্পিতভাবে সুন্দর ডিজাইন ও প্লান করে অনুমোদন করলে ভাল হয়। তাই একটা বিশেষ সভা আহবান করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার মতব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি'র নিজস্ব উদ্যোগে ও অর্থায়নে খুলনা নগরীর শিববাড়ী মোড়ে 'পাবলিক হল কমপ্লেক্স' নির্মাণের লক্ষ্যে ভবনের নক্সা প্রণয়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Consulting Firm) নিয়োগের নিমিত্তে টেন্ডার আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৩	**জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২০,** কেসিসি বলেন, খুলনায় সাম্প্রতিক ডেঙ্গু কেচ পাওয়া গেছে। মানুষের বাড়ির আঙ্গিনা, ঝোপঝাড় ও আশাপাশ পরিচ্ছন্ন না করলে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতাসহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন বিষয়ে ব্যাপক প্রচার, মাইকিং, ক্রাশ প্রোগ্রাম ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ডেঙ্গু রোগীকে মশা কামড়ালে উক্ত মশা সাধারণ মানুষকে কামড় দিলে ডেঙ্গুর জীবানু বিস্তার লাভ করে। এখন থেকে ডেঙ্গুর প্রতিরোধ না করতে পারলে খুলনায় আরো ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাবে। এছাড়া খুলনায় এখন টাইফয়েড জ্বর এবং ভাইরাস জনিত কারণে চোখওঠা রোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাঃ স্বপন কুমার হালদার, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেন, খুলনা শহরে কোন ডেঙ্গু রোগী আছে বলে আমাদের কাছে কোন তথ্য নাই। খুলনার আশ-পাশ এলাকা থেকে ডেঙ্গু রোগী খুলনায় এসে চিকিৎসা নিচ্ছে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, ঢাকায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা মহামারী আকারে ধারণ করেছে। কেসিসি আগে থেকে সাবধানতার সঙ্গে কাজ করায় এবং ঝোপ জঙ্গল, ময়লা আবর্জনা পরিস্কারসহ মশার উৎপত্তির স্থল ধ্বংস করায় এবং দুপুরের পরে ফোগার মেশিনের কার্যক্রম চলমান থাকায় খুলনা শহরে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়নি। ডেঙ্গুর প্রকোপ যাতে বৃদ্ধি না পায় সেজন্য লিফলেট বিতরণ, প্রচার, ডেঙ্গুর উৎপত্তি স্থল ধ্বংসসহ সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ কাজে টাকার কোন প্রশ্ন নয়। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামাল যা প্রয়োজন সবই সরবরাহ করা হবে, কোথাও কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা শহরের প্রত্যেক ওয়ার্ডে যাতে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি না পায় সেজন্য মানুষকে সচেতন করা, লিফলেট বিতরণ, ক্রাশ প্রোগ্রাম, প্রচার, ডেঙ্গুর উৎপত্তি স্থল ধ্বংসসহ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা করণ এবং ফগার কার্যক্রম চলমান রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কঞ্জারভেন্সি শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৪	**জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯,** কেসিসি বলেন, মাননীয় মেয়র মহোদয়ের মাধ্যমে পুলিশ কমিশনার মহোদয়কে বলেন, তার ওয়ার্ডে মাদকের রমরমা ব্যবসা চলছে, তিনি তা বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে মাদক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা
বিবিধ-৫	**জনাব মোঃ আরিফ হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩১,** কেসিসি বলেন, কচুরিপানা বেড়ে গেছে। এই কচুরিপানা মারার জন্য তিনি এক প্রকার কেমিক্যাল ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন, তার ওয়ার্ড অফিসে বাচ্ছাদেরকে ফ্রি টিকা দেয়ার পরিবর্তে এনজিওরা ১৫০/২০০ টাকা নেয় মর্মে জানান। সরকার ফ্রি দিবে বলে এ্যাড. দেয় অথচ টাকা নিবে কেন জানতে চান। তিনি আরো বলেন, রূপসা ব্রীজের নীচ হতে হাইওয়ে রোড পর্যন্ত বাচ্চা ছেলেরা ট্রাক ড্রাইভার হিসেবে বালু বোঝাই ট্রাক চালায়। এটা বন্ধ না করলে যে কোন সময় দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে। ডাঃ স্বপন কুমার হালদার, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেন, এনজিও কর্মীরা ৭০/-টাকা করে নিয়েছিল এবং ইতোমধ্যে ঐ টাকা নেয়া বন্ধ করা হয়েছে। তাদের বদলে কেসিসি'র স্বাস্থ্য কর্মী টিকা প্রদানের দায়িত্ব পালন করছে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এ বিষয়ে সম্মানিত কাউন্সিলরকে বলেন, তিনি যে কেমিক্যাল কচুরিপানা মারার জন্য ব্যবহার করেছেন উক্ত কেমিক্যাল মাছের জন্য ক্ষতিকর কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্য কেমিক্যালের নমূনা খুলনা সিটি কর্পোরেশনে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত টিকা শিশুদের জন্য বিনা টাকায় প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কচুরিপানা মারা কেমিক্যাল খুলনা সিটি কর্পোরেশনে পরীক্ষার জন্য এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মাছসহ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর না সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিনা টাকায় শিশুদের টিকা দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কন: শাখা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ
বিবিধ-৬	**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে সারচার্জ বিহীন ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময়সীমা ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবসায়ী সংগঠন আবেদন করেছেন। ব্যবসায়ীদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের সারচার্জ বিহীন ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময়সীমা জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নম্বর-কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/।।।-৩৬১(৫)/২২-২৯৬০ তারিখ- ১৬/১০/২০২২

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। মেয়র প্যানেলের সদস্য/সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-............., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
২। সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-............., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

নম্বর-কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/।।।-৩৬১(৫)/২২-২৯৬০(৭) তারিখ- ১৬/১০/২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। ....
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি.এ টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।